দেকার্ত

SHARBORI GHOSH
3G

[redacted]

1. দেকার্তের Cogito ergo — sum বলিতে কি বোঝ? এটা কি অনুমানের পদ্ধতি?

Ans:- আলোচ্য ইউরোপীয় দর্শনের জনক গভীর ভাবে অনুভব করে বুঝলেন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি ছিল অতিশয় দুর্বল ও অলীক। গোঁড়ামি, নির্বিচারবাদ ও অন্ধবিশ্বাস তাদের যাবতীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে পরিচালিত করত। ফলতঃ বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। এবং এগুলি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। তাই দেকার্ত পুরাতন মতবাদগুলি বর্জন করে অভ্রান্ত রূপে ও নিঃসন্দিগ্ধ রূপে দর্শনের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেকার্ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব সন্দেহ করতে লাগলেন। যা কিছু সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত রূপে অনুভূত হয় না তাকে মিথ্যা গন্য করতে লাগলেন। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা প্রায়ই আমাদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে বলে তিনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে সন্দেহ করতে লাগলেন। এমনকি গণিতের প্রমাণেও সন্দেহ করতে লাগলেন কারন গাণিতিক প্রমান সম্পর্কেও বাদ-প্রতিবাদ দেখা যায়। কিন্তু এভাবে সবকিছুকে সন্দেহ করা হলেও একটি বিষয়কে তিনি সন্দেহ করতে পারলেন না। তিনি সকল বস্তুকে সন্দেহ করতে পারেন কিন্তু সন্দেহকারী বা সন্দেহের কর্তা হিসাবে তিনি নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ বা অস্বীকার করতে পারেন না। সন্দেহ করাটা একটা সন্দেহাতীত বিষয়। সন্দেহ করা একপ্রকার চিন্তন ক্রিয়া। আবার, চিন্তন ক্রিয়াকে স্বীকার করা মানে অস্তিত্বশীলতাকেও স্বীকার করা। যে চিন্তা করে চিন্তন ক্রিয়ার সময় সে অস্তিত্বশীল নয় — এরূপ কল্পনা স্ববিরোধী দোষে দুষ্ট। এভাবে দেকার্ত একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যে উপনীত হলেন — Cogito-ergo-sum অর্থাৎ আমি চিন্তা করি অতএব আমি অস্তিত্বশীল।

Scanned with CamScanner

ডেকার্ত-এর সংশয়বাদী দার্শনিক পদ্ধতিতে। ডেকার্তের 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি' — এই উক্তির বিরুদ্ধে এক আপত্তি তোলা হয়েছে। যুক্তিটি বলা হয় যে, চিন্তা ক্রিয়া থেকে যেমন অস্তিত্ব অনুমান করা যায় তেমনি হাঁটা, খাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়া থেকেও অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। ডেকার্ত এর উত্তরে বলেন যে, হাঁটা বা অন্য কোন কাজ থেকে অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত ভাবে অনুমান করা যায় না। কারণ ঐ সকল ক্রিয়ার নিশ্চয়তা আমাদের চিন্তন ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ হাঁটা, খাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের সংশয় উত্থিত হতে পারে। কিন্তু চিন্তন ক্রিয়া সম্পর্কে কোন সংশয় উঠতে পারে না। কারণ সন্দেহ করা মানেই চিন্তা করা। সন্দেহ সব রকম ক্রিয়াই চিন্তন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই কেবল সত্তার অস্তিত্বই হল সন্দেহের সুনিশ্চিত বিষয়, এবং বর্তমানের জন্য সত্তার অস্তিত্বই সংশয়ের সুনিশ্চিত বিষয়। অন্যান্য বিষয় এর উপর নির্ভর। এখন প্রশ্ন হল যে, 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি অস্তিত্বশীল' — এই সত্যটি ডেকার্ত ন্যায় দ্বারা অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন না তা তার সত্যতা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। আপাতত ইঙ্গিতে প্রতীয়মান হয় যে, তা ন্যায় দ্বারা অনুমান করা। নিম্নলিখিত রূপে তাকে ন্যায়ের আকারে ব্যক্ত করা যায়; —

সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি হয় অস্তিত্বশীল।
আমি হই চিন্তাশীল।
∴ আমি হই অস্তিত্বশীল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ডেকার্ত বলেন অনুমানের সাহায্যে এই সত্যে উপনীত হন নি। কিন্তু এর অস্তিত্বের সত্য একটি অনিবার্য সত্য বিশেষ। প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বীকার করেন যে ন্যায় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা হলে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হত। প্রকৃত নিয়মের অভিজ্ঞতা, অনিবার্য আত্মোপলব্ধির যে, চিন্তার

কর্তা হিসাবে তিনি আবশ্যিক ভাবে অস্তিত্বশীল। স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারাই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন অনুমান দ্বারা নয়। 'আমি চিন্তা করি — তা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুভূত হয় যে, 'আমি অস্তিত্বশীল'। সুতরাং, স্বকীয় আত্মার অস্তিত্ব ডেকার্তের নিকট সংশয়মুক্ত ও অবিসংবাদী ভাবে সুনিশ্চিত সত্য যা তাঁর দর্শনে প্রথম স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তা অনুমানলব্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়, তা সাক্ষাৎ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা বিশেষ।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ডেকার্ত বলেন যে, ইহা একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। এই প্রকৃত অস্তিত্বশীল আত্মার সারধর্ম হল চিন্তা বা চেতনা। চিন্তা করা, অনুভব করা, ইচ্ছা করা, কোন কিছু স্বীকার করা বা সন্দেহ করাই হল আত্মার স্বভাব। চিন্তক ও জ্ঞাতা আত্মা ব্যতীত চিন্তা থাকতে পারে না। সুতরাং চিন্তা যদি বাস্তব হয় তা অবশ্যই আত্মা রূপ আধ্যাত্মিক সত্তায় আশ্রিত হবে।

সমালোচকগণ মনে করেন যে, ডেকার্তের Cogito ergo-sum চক্রক দোষে দুষ্ট। চিন্তা যেহেতু চিন্তক কর্তা-কে স্বীকার করে যেহেতু কর্তার অস্তিত্ব চিন্তার পূর্ববর্তী কিন্তু ডেকার্ত অস্তিত্বকে তা সত্ত্বেও চিন্তার পরবর্তী বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, একথা বলা হয় যে, চিন্তা করার ক্ষমতা কেবল অস্তিত্বের আবশ্যিক প্রমাণ হতে পারে না। কারণ এমন অনেক নিম্নমানের জীবজন্তু আছে যাদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু চিন্তা করবার শক্তি নেই। সুতরাং, অভিজ্ঞতাবাদীগণ ও বস্তুবাদীগণ কখনও স্বীকার করেন না যে অস্তিত্ব চিন্তার উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত: যখন সন্দেহ বা চিন্তা করা হয়, তখন একমাত্র নিশ্চিত স্বীকার করা যেতে পারে যে, সন্দেহ বা চিন্তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সন্দেহ বা চিন্তার পশ্চাতে একটি সন্দেহ-কারী বা চিন্তাকারী ব্যক্তি আছে

— দেকার্তের এরূপ যুক্তি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 'আমি চিন্তা করি' — এই আমি বস্তুতঃ রহস্যপূর্ণ। দেকার্ত কোথাও প্রমাণ করেননি যে, চিন্তার অতিরিক্ত ভাবে চিন্তাকারী (আমি) এক ব্যক্তির সত্ত্বা আছে। অভিজ্ঞতাবাদী হিউম বলেন, পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের অন্তরালে স্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিক রাসেল ও বলেন যে, দেকার্তের নির্ধারিত যথার্থতায় যদি আত্মার বা জ্ঞানের মানদণ্ড হয়, তাহলে একমাত্র সন্দেহ ও চিন্তন ক্রিয়াই যথার্থ ভাবে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু আমিরূপ চিন্তাকারী আত্মাকে যথার্থ রূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

এপ্রসঙ্গে আমরা এ মন্তব্য করতে পারি যে, দেকার্তের মতে এই আত্মজ্ঞান এত ধ্রুব ও অবিসংবাদী সত্য যে, তা তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি। 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি অস্তিত্বশীল' — এই নীতির উপর দেকার্তের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হলেও, যদি কেউ বলে যে, দেকার্ত একজন অহং-আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী তাহলে ভুল হবে। দেকার্ত আত্মজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তার দর্শনের সৌধ নির্মিত করলেও তিনি কখনও একথা বলেন নি যে, একমাত্র আমি ও আমার চিন্তা অস্তিত্বশীল। বস্তুতঃ তিনি নিজের ~~[illegible]~~ সত্ত্বাকে বিশ্লেষণ করে ঈশ্বর, জগৎ ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

Scanned with CamScanner